প্রথম প্রকাশ :

১লা জানুয়ারী ১৯৬০

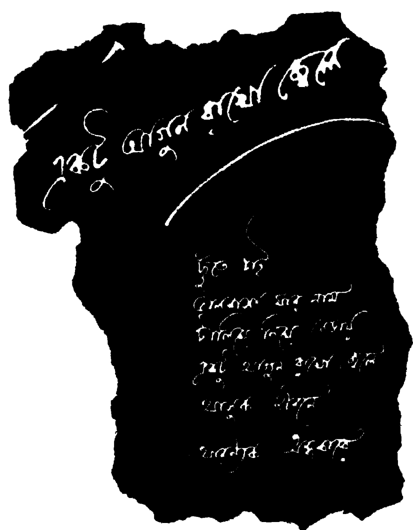
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : নিমাই দাস

প্রকাশন : মিনতি চাকী
দেউলপাড়া, নৈহাটি
চব্বিশ পরগণা

মুদ্রক : আরতি দাস
ষ্টুডিও ইলোরা
একশো, সারপেনটাইন লেন
কলকাতা চোদ্দ

বাইণ্ডিং : ম্যাগনেট বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্

সুভাষ মুখোপাধ্যায়-কে



অগণিত মানুষের মিছিলের ফাঁকে যিনি
দেখেছিলেন চৌরঙ্গীর হরিণ।

ছুঁতে চাই

অলৌকিক লাঠিতে ভর দিয়ে
লৌকিক সংগ্রামে সিদ্ধি পুরুষালি নয়—
ইচ্ছাতাপে জ্ব'লে, কামনার লক্ষ সিঁড়ি বেয়ে
জীবনকে ছুঁতে চাই
ক্ষতাক্ত তাঁতির এক অভিজ্ঞ মাকুতে,

খোশা, আঁটি আঁশহীন
অসম্ভব ফলে
রাখিনি আশ্বাস কোনো পুঁথির বাঁধনে,
জীবন মধুর তাই আজো
শাঁসালো বেলের এক কঠিন কাঠামে।

ভালবাসা যার নাম

গাণিতিক সুখে সুখী হতে আমি চাইনি.
কোল বালিশেও উত্তাপ খুঁজে পাইনি—
একটু দাঁড়াও, সত্যি কথাটা বলছি ঃ
জীবন জ্বালায় জ্বলছি. কেবলি জ্বলছি !

সত্যের নামে মিথ্যেকে নিয়ে বাস
স্বল্প ভাড়ায় এনেছে সর্বনাশ,
হঠাৎ জেনেছি অন্ধ পূর্ণিমায়
কাঁদতে পারিনি আর্ত-অহমিকায় !

কথার শরীরে এখনো কি চাই প্রাণ ?
কোটি শব্দেও নেই যেন আর মান,
আদি শব্দই হয়েছে নিখোঁজ, শূন্য মর্ত্যধাম
হয়তো নিয়েছে মরু-তেই বাসা, ভালবাসা যার নাম

টালিয়ে নিয়ে বেড়ায়

কাজিয়ার ঘরে
'ইমন' বড়ো সোহাগী হয়ে ওঠে,
আমার সমস্ত ব্যাকুলতা তার জন্যেই।

ডাষ্টবিনের ছড়ানো ভাত
যে-ক্ষুধায় মহাপ্রসাদ হয়
সেই ক্ষুধাতেই জীবন আমাকে টালিয়ে নিয়ে বেড়ায়

সাপ-নাচানো হাতে
যে বেদেনী তার প্রেমিককে আলিঙ্গন করে
আমি সেই হাতের স্পর্শের জন্যেই
দিনরাত উন্মুখ !

একটু আগুন রাখো জ্বেলে

নগরে বন্দরে আজ
বড়ো বেশি আলো—
আঁধার নিয়েছি বেছে,
শান্তি শুধু বধিরের শ্রুতি !

আদর্শের ছিন্ন পটে
পোকারা বেঁধেছে বাসা
সত্য তাই পেয়েছে রেহাই।

পথভ্রষ্ট ব্রহ্মচারী
পথে পথে অনাহারী
যৌবনের নিভু নিভু আঁচে,
ঈশ্বর উধাও তবু
মুখে মুখে প্রার্থনারা ফেরে—
হে প্রভু, নেভাও কেন ?
একটু আগুন দাও,
একটু আগুন রাখো জ্বেলে !

অমলিন জীবন

হাড়-হিম-করা পৌষের শীতে
আগুন যেমন মিষ্টি,
এমন ক'রে কি জীবন পাবো না ?
মিথ্যে তবে এ সৃষ্টি !

আসুক জীবনে চিরবসন্ত,
আগুন জানে কি জরা ?
হৃদয় হোক না অমর বকুল
আসতে পাবে না খরা ;

নানান্ গ্লানিতে পথ পঙ্কিল
পরোয়া করি না তাতে—
প্রেমিকার ঘরে টকটকে রোদে
ভিজে মনটা যে মাতে !

তোরো

আরণ্যক অন্ধকারে

যন্ত্রণার সুঁচ দিয়ে
যে ফুল ফোটাতে চাই
বোবা অন্ধকারে—
তাকেই দেখি যে আমি
পাখি-আঁকা উদাস আকাশে

জীবনের মূল্য দিতে গিয়ে
যতই জোগাই শব্দ,
মনে হয় যেন অর্থহীন
মাপে-ছোট জামার মতন :

আরণ্যক অন্ধকারে
নির্ভীক মাদল
জীবনের মানে নিয়ে
মাতেনা কখনো—
তাই বুঝি জীবন নিজেই
ধরা দেয় তার কাছে
বালকের মত।

শ্রী বিনয় ঘোষ-কে

আরও খুঁজি

শিয়রে
আরও খুঁজি
অহল্যার বুকের কান্না
না, না অসুর
বন্ধুর মৃত্যুতে
অন্য দৃষ্টি দাও

ব্যক্তিত্বের আলোয় যাঁকে বরাবর দেখেছি সুষম, চালে চলনে যাঁকে দেখেছি অটুট, বুদ্ধি ও ভাবে যাঁকে দেখেছি পরিমিত।

বিদ্রূপে

সিংহের ভীষণ সাজে
নিস্তেজ বিড়াল
সংসার-অরণ্যে খোঁজে
পালাবার পথ ;

অথচ বনের এক
নিরীহ হরিণ
মূর্ত্ত যেন সিংহ-সহবাসে ;

নিরুত্তাপ জীবনের
অতি-ভদ্র ছাঁচে
বাড়ে শুধু
বিদ্যার রুগ্নতা—

বিদ্বান যেদিন পাবে
ডোমের সাহস,
সেদিন ফিরবে তার
অশক্ত পৌরুষ !

আজও খুঁজি

প্রবৃত্তির সিংহশিশুগুলোকে নিয়ে
পাহারা দেয় যে খোজা-ইচ্ছা—
তাকে কী শাস্তি দেবে
হে আত্মার প্রহরী ?

ব্যাভিচারকে কোলে নিয়ে
সতীত্বের অভিনয় পটু যে নারী
তাকে কোন্ শেকলে বাঁধবে
হে শাশ্বতকালের বিচারক ?

পিঁপড়ের কর্মভারে আনত
হে আকাশ পিপাসা,
তুমি কি পেয়েছো অগস্ত্যের দেখা ?

আমি সেই ঝড়
তন্ন তন্ন করে আজও খুঁজি
আগুনের ঘরে লুকিয়ে রাখা চিরকালের লাবণ্যকে

অহল্যার রক্তাক্ত কামনা

মন্দিরের দরজায়
জুতো খুলে রাখার মতো
বাসনা আর যশোলিপ্সাকে
দাঁড় করিয়ে রেখেছিলাম
শাসনের ঠা ঠা রোদ্দুরে—

দেখলাম তাদের সারাটি গায়ে
কালশিটের অসহায় দাগ,

যৌবনের উজ্জ্বল সকালে
আলতা-মাখা পায়ে
খুঁজেছিলাম আশ্রমিক নীড়—

বঞ্চনার পরিণত ঘরে
ভূমিকম্প উঠলো যেদিন,
দেখলাম
সমস্ত সত্তায় ফুটে উঠেছে
অহল্যার রক্তাক্ত কামনা!

না, না অসম্ভব

বিষ পিঁপড়ের কামড়ে যে মুহূর্ত চমকে উঠবে,
তাকে আমি ঘুম পাড়াবো ?
না, না অসম্ভব !

কাদা-মাখা মোষ জীবনের গায়ে চিমটি কাটে—
সুখের কার্নিশে চাইবো আমার পায়ের দাগ ?
না, না অসম্ভব !

বাহির সাজিয়ে রাজা হবো,
আর ভিক্ষার রেকাবে খুঁজবো প্রাণের প্রতিষ্ঠা ?
না, না অসম্ভব !

সৃষ্টির বিহ্বলতায়
গর্ভিনী নারী যখন মুঠো মুঠো মাটি চিবোয়
তখন আমি ফ্রিজ-এর অন্ধকারে
মাংসকে দীর্ঘস্থায়ী করবো ?
না, না অসম্ভব !

অন্ধকারের সোহাগে শাপলা ফুল বাড়ন্ত হয়,
প্রদর্শনীর আলোয় আমি পণ্য হবো ?
না, না, অসম্ভব !

বন্ধুর মৃত্যুতে

দধীচির মৃত্যু হল বলে
কেন মিছে কাঁদো ?
সুর নিয়ে সুরের শরীরে খেলা করা
এ যুগের বড়ো প্রহসন !

কখনো কি দ্যাখো নাই তুমি
টবের শরীর ভাঙে বটের বিস্তার ?
উদযানে লাভ নেই,
অমৃতও বিষ হয় শেষে।
লম্পট কাঠামে তাই বাঁধো
সন্ন্যাসীর ঘর।

দুরন্ত মাতাল গড়ে প্রসন্ন সকাল—
কামনার অনিদ্রায় দ্যাখো
সংযমীও ঘুম ঘুম চোখ !
কল্পনার মূর্তি গড়া পাপ নয় জানি
উধাও নৌকোকে রেখো নোঙরের টানে !

একুশ

অন্য দৃষ্টি দাও

জীবন বড়ই রুগ্ন
তাবিজের ভারে—
হে ঈশ্বর দুচোখের ছানি কেটে দাও '

আশৈশব প্রণাম জানাতে
দুবাহু হয়েছে ক্লান্ত
লজ্জা নেই আর,

মেদস্ফীতা জননীর স্তনপিষ্ট শিশুর মতন
দেবতা নিহত আজ বণিকের ঘরে
অত্যধিক চন্দনের চাপে—

এ দেবতা ভোলাতে আজ
অন্য দৃষ্টি দাও !

শ্রী সত্যজিৎ রায়-কে

পানশালার শার্সি ভেঙে

পানশালার শার্সি ভেঙে
সূর্য ঢুকলো
কোথেকে এক পাগল
দুপুরে নেশায়

একঘেয়ে চোখে যিনি দিতে পেরেছেন নতুন চাহনি, বোবা
অন্ধকারের গায়ে যিনি পরাতে চেয়েছেন আলোর উল্কি।

পানশালার শার্সি ভেঙে

গলির জুয়া খেলা সন্ধ্যায়
যে আজও ইমন সাধে
আমি তার প্রেমিক—

কসাইখানার ঘুমে
যে ছাখে বেহেস্ত্-এর স্বপ্ন
আমি তার প্রেমিক ;

যাদুঘরের সামনে
প্রকাণ্ড কামানের উপরে
যে-পাখি খেলা করে
আমি তার প্রেমিক।

ঘুমন্ত পানশালার শার্সি ভেঙে
যে-সূর্য রক্তাক্ত দেহে মেঝেতে লুটায়
আমি তা'র প্রেমিক।

প্রশ্ন করলো

বাতাস ফেরি করছিলো
চিলের রক্ত-নাচা আকাঙ্খাকে
তখন আমরা খুঁজছিলাম
বেড়াল ঘুমের অবসর।
ফায়ার ব্রিগেডের ঘন্টায়

পুরোহিতের মন্ত্রগুঁড়োন দুপুর
প্রশ্ন করলো কী চাও?
সন্ধ্যার বুদ্ধগয়া
না
রাত-জাগা এসপ্ল্যানেড?

কোত্থেকে এক পাগল

অবুঝ অন্ধকার মুক্তি খোঁজে
ক্ষ্যাপা শুয়োরের দাঁতে,
বুদ্ধিমান অন্ধকার
আর্শির অভাবে ছোটে পানশালায় ;

মধ্যরাতে প্রবীণ সন্ন্যাসী
অন্ধকারের গায়ে হাত দিয়ে গ্যাখে—
জ্বর কতো ?

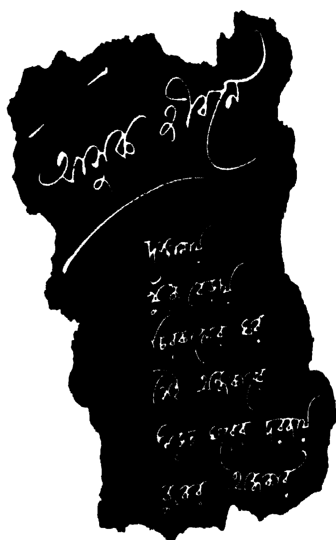
কোত্থেকে এক পাগল
অট্টহাসিতে চমকে দেয় সন্ন্যাসীকে,
ফেটে পড়ে রাত
পথের দুধারে টুকরো হয়ে,

শুধু তাকিয়ে থাকে
আকাশের একলা তারাটা—
ও যে যাত্রা দেখতে আসা দূর গাঁয়ের অবাধ্য ছেলেটা
পালা শেষ না করে যাবে না।

দূরের নেশায়

বিন্দু দিয়ে বৃত্ত গড়ার
পাইনি সহজ পাঠ—
সাত ভুবনে খুঁজতে গেলাম
আমার মনের মাঠ ;
বন্ধ বাড়ির অন্ধসীমা
করলো আমায় তাড়া,
বললো শুধু থাকবে সুখে
এমন কি আর ভাড়া ?
দূরের নেশায় ছুট দিলো মন
হ'লাম আমি অবুঝ,
তেপান্তরের শূন্য মাঠে
পেলাম প্রাণের সবুজ ।

শ্রীকান্তিরঞ্জন বসুকে



দিগন্তকে শুধু ছুঁতে চাওয়া নয়, তাকে পেরিয়ে আরো
আরো দূরে যাবার জন্যে যে চিরকাল পাখ্না খুঁজেছে।

দস্তানা

অন্ধকারের চিরকালের ইচ্ছে :
ডানপিটেদের নিয়ে গড়বো,
আলোর সাধ্য নেই সেখানে ঢোকে—
তাই সে বরাবর ঈর্ষাকাতর ; ।

রুগ্নতার ঔদ্ধত্য নিয়ে
পোষা এ্যালসেশিয়ানের চেন ঝুলিয়ে
বলিনি কাউকে ঃ
মত্ততার ঘরে ঢুকোনা, রসাতলে যাবে,
বরং বলেছি—
টোকা দাও, দেখে এসো ভেতর পর্যন্ত।

স্পাইরাল সিঁড়িতে মাথা ঘুরবে ভয়ে
একতলা বাসের সুখ আমি চাইনি।
বেদের সাপ-নাচানো হাতে
পৃথিবীর স্পর্শ-সুখ
দস্তানায় পাবে কি কখনো ?

খুঁজে বেড়ায়

শাপলার কাছে
জমা রাখলাম আমার আনন্দটুকু.
বললাম ঃ তমাল দিনে চেয়ে নেবো ।

রোদ ছিটাতে ছিটাতে
এক পাখি এসে বললো :
আকাশে চলো ;
বর্ষার জোয়ান ঘাস
আমাকে দু'হাতে ঠেকিয়ে রাখলো ।

নৈঃশব্দের মোড়কে
পৃথিবীর সব কথা ঢেকে রেখে
প্রকাণ্ড এক বটগাছ
আমাকে জোনাকি ছড়ানো রাতের কাছে
সঁপে দিতে চায়

যেখানে সোনালি টিপ পরা সাঁওতালি মেয়ে
মহুয়ার বনে খুঁজে বেড়ায় নিজেরই মন ।

চিরকালের ঘর

বুকটা আমার গভীর রাতের পান্থশালা।
দিনের বেলায় জ্বলে থাকা বাতিতে আমার লজ্জা,
মহাকালের ঘরের আলো দেখতে গিয়ে
অন্ধ হওয়া মেয়েটাই আমার প্রেমিকা—

সে-ই তো বুকের দোর গোড়ায় মোমের আলো জ্বালিয়ে
পথ দেখাবে আর বলবে ;
পথিক ! পৃথিবীতে বিষন্ন অতিথি হয়ে
বাঁচতে তোমাকে দেবো না,
ঘুড়ির পিছু ছোটা ডানপিটে ইচ্ছে দিয়ে
তোমাকে জীবন দেখাবো।

হালকা ডানার প্রজাপতি হয়ে
প্রকাণ্ড করে দেবো শুঁয়োপোকার দিগন্তকে।
দীঘির কালো বুকটায় ডুব দিয়ে
যে সকাল তুলে আনে সৃষ্টির মাটি
আমি সেই মাটিতেই বানিয়ে দেবো
তোমার চিরকালের ঘর !

সেই অন্তর্দেশে

নৈঃশব্দ্য দাঁড়িয়ে ছিলো.
ঠিক যেন শ্রাবণ অন্ধকারে নিশ্চল এক প্রতিমা।
নির্বিকার পুরুষ 'অব্যক্ত'
হঠাৎ প্রথম প্রেমের দৃষ্টি নিয়ে
তাকালো সেই প্রতিমার দিকে।

পার্থিব মূল্যগুলো
তখন বিচিত্র শব্দে ভাঙছিলো আর গড়ছিলো,
তারাগুলোকে বৃষ্টির হাত থেকে
রক্ষা করবে বলে
কে যেন তাদের সরিয়ে নিয়ে গেছে;
পৃথিবীর মোটা সোটা সব জ্ঞানের পুঁথিগুলো
হন্যে হয়ে খুঁজছে সেই অন্ধকারে—
কোথায় মিলালো তাদের বুকের অক্ষরগুলো ?

সব ভাবনাকে রেহাই দিয়ে
বেরিয়ে এলো মূর্তিমান চাঁদ,
পালিয়ে গেলো অন্ধকার
আঁচলের এক গোছা চাবির শব্দ রেখে।

নিভৃত ঘরের দরজায়

গাছের কোটরে লুকিয়ে রাখা পুরোন মদের মতো
বেসামাল অন্ধকার কাকে যেন প্রশ্ন করলো ঃ
কী চাও ?

লক্ষহীরার নিভৃত ঘরের দরজায় টোকা দিয়ে
চিরকালের প্রেমিক বলে উঠলো—
'পৃথিবীর উত্তপ্ত বুকের স্পর্শকে।'

অন্ধকার হো হো করে হেসে উঠলো,
বললো ঃ তার জন্যে দিয়েছো কী ?

'কবরের নিঃসঙ্গ মাটিতে
মৃতের শরীর যেমন আস্তে আস্তে মিশে যায়
তেমনি করেই তো মিশতে চেয়েছি সর্বাংগ দিয়ে—
জীবন-জ্বালার উত্তাপ দিয়েছি পৃথিবীকে ;
আর যেতে চেয়েছি বিস্ময়ের আলো হাতে,
তা'র প্রতিটি কোষের হাজার দুয়ারে।

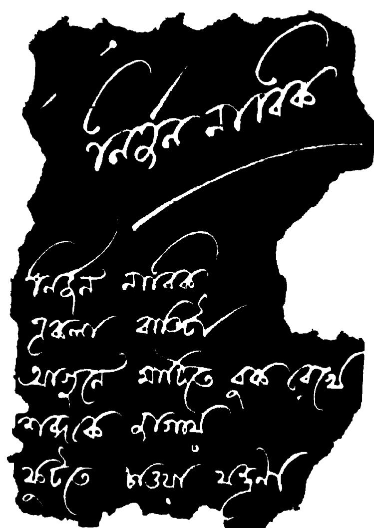
বুকের অন্ধকার

পানশালার বিদ্রূপে
ক্যাথলিক পাদ্রীর মতো
যখন দেখবো তোমার ম্লান মুখ—
তখন তোমাকে করবো আলিঙ্গন,

যখন দেখবো
নিওনের আলোয় জোনাকির মতো
তুমি অসহায়
তখন তোমাকে দেবো
আমার বুকের অন্ধকার ।

ষাঁড়ের শিং এর মতো
উদ্ধত তোমার আকাঙ্খাগুলো
যখন গ্রীষ্মের ফুলের মতো পড়বে নুয়ে
তখন তোমার পাশে ব'সে
বাজাবো বাঁশি ।

শিল্পী গোপাল ঘোষ-কে



যাঁর চোখের আঙিনায় জমে ওঠা জলটুকুতে
ধরা পড়েছে সাতরঙা রামধনু।

নির্জন নাবিক

শরীর নিষ্পত্র তবু
ফুলে আচ্ছাদিত
চৈত্রের পলাশ গাছ তুমি,

সহস্র ক্ষতিতে তাই
অক্ষত বাসনা
ফোটায় রঙীন ফুল
বুকের পাথরে !

শীত যেন শীত নয়,
গ্রীষ্ম এক শীতল নির্ঝর—
জীবনের মধ্য স্রোতে আজ
তুমি এক নির্জন নাবিক ;

রং এর বিচিত্র মন্থনে
সাগরের বুক থেকে
তুলেছো যে লুকোন নদীকে.
তাই কি বিনিদ্র তুমি
সাগর ছুটেছে পিছু পিছু ?

একলা বাতিটা

অল্প-জল নদীর মতো
অন্ধকার খেলছে গলিটায়—

যন্ত্রণার দম্‌কা খুশি হয়ে
টপ্‌কে পড়ে সেতারের সুর,
তারপর কোথায় হারায় !

একলা বাতিটা
হয়তো বা তাঁকেই খোঁজে
কিংবা কোনো ডুবে যাওয়া সকালকে ;

বাসা আজো অপেক্ষা ক'রে আছে
পিতার প্রতীক্ষায় বোবা মেয়ের মতো,
সে কি বোঝে
ডুবুরির হাতে ঝিনুকের স্পর্শ-লাগা রাতকে ?

আগুনে মাটিতে বুক রেখে

নির্বাসিত দ্বীপে
পৃথিবীর আদি নিঃসঙ্গতাকে নিয়ে
তুমি তো বেশ খেলতে পারো,

আমিও পারি লোকালয়ের উৎক্ষিপ্ত চিৎকারে
মধ্যরাতের নৈঃশব্দ্যকে ছুঁতে !
তুমি কি পারো ব্যর্থতাকে গান ক'রে তুলতে
আর সেই গানে লাবণ্য অমিত-এর প্রাণ ফিরিয়ে আনতে ?

যুদ্ধের বীভৎস মাঠে আনন্দকে মুঠো করে
আমি নির্ভীক সৈনিক হতে পারি।
তুমি কি পারো অন্ধকারে পা ডুবিয়ে
গ্রহের স্থৈর্যকে আঙুলে নাচাতে ?

যন্ত্রণার নুড়ি পাথরগুলো জড়ো করে
শিশুর খেলায় আমি বিস্মিত হতে পারি
তুমি কি পারো অজয়ের ধূ ধূ বালির গোপন কথা জানতে ?
ঠাণ্ডা রসালো তরমুজ আগুনে মাটিতে বুক রেখে
যেমন করে জানে ?

শব্দকে জাগায়

যৌবনকে খুঁজেছিলো শক্তিমান ঝড়,
বুকে নিয়ে সর্বগ্রাসী অস্থির পিপাসা —
তাই সে পারে নি যেতে যৌবনের ঘরে
সে কি শুধু শিশুদের উদাস আসক্তি ?

মূর্তিকে অগ্রাহ্য করা বিমূর্ত বাসনা
দিগন্তের কান্না ছুঁয়ে ছুঁয়ে
পেয়ে গেছে ধ্রুপদী আবাস,

তবুও সময় পেলে
নদীর কিনারে
শান্ত হয়ে শোনে শুধু জলের কাকলি ;

ভরা নদী
নিথর আকাশ—
নৌকো শুধু দাঁড় ফেলে ফেলে
যুবতী নদীর বুকে শব্দকে জাগায় !

ফুটতে চাওয়া যন্ত্রণা

তুমি বলেছিলে ঃ
বর্ষার সবুজ ঘাস
আমাকে দিয়ো না—
নদীর শুকিয়ে যাওয়া বুক থেকে
একমুঠো মাটি
আমার জন্যে তুলে রেখো।

তুমি বলেছিলে ঃ
আমাকে গান দিয়ো না,
দিয়ো বিবাদ শেষের বিষণ্ণতাটুকু ;

তুমি বলেছিলে ঃ
ফোটা ফুল আমি চাই না,
আমার বুক ভ'রে দিয়ো
কুঁড়ির ফুটতে চাওয়া যন্ত্রণা !